5.2.2 রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রকারভেদ ঃ ওয়েবার

[Typology of Political Authority : Weber]:

রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হল যে এক স্বভাবজাত আনুগত্য, তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। বস্তুতপক্ষে জনগণ এই আনুগত্য দ্বিধাহীন ভাবেই প্রদর্শন করে থাকে। ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) দেখিয়েছেন যে তিনটি বিশেষ উৎস থেকে এই আনুগত্য অর্জিত হয় এবং এই কারণেই তিনি রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—

(১) ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্ব (Traditional Authority),

(২) চারিত্রিক কর্তৃত্ব (Charismatic Authority) এবং

(৩) আইনানুগ-আমলাতান্ত্রিক অথবা আইনানুগ-যুক্তিগ্রাহ্য কর্তৃত্ব (Legal Bureaucratic or Legal Rational Authority)।

(১) **ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্ব :** ঐতিহ্যগতভাবে বা চিরাচরিত প্রথার ভিত্তিতে যে শাসনাধিকার সহজ ও স্বাভাবিক আনুগত্য পেয়ে থাকে, সেই শাসনাধিকারই হল ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক কর্তৃত্ব (Traditional Political Authority)। অর্থাৎ, এই জাতীয় প্রশাসনিক কর্তৃত্ব সুনির্দিষ্ট শ্রদ্ধাস্পদ প্রথা বা ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবহমানকাল ধরে প্রবাহিত হয়ে থাকে। উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি এই ধরনের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ভোগ করে থাকে; যেমন ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের প্রতি ব্রিটিশ জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকেন। তাই ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের কর্তৃত্ব হল মূলত ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক কর্তৃত্ব।

(২) **চারিত্রিক কর্তৃত্ব :** এই প্রকার কর্তৃত্ব নেতার চরিত্রগত উৎকর্ষতা থেকেই অর্জিত হয়। অর্থাৎ, নেতা তার চারিত্রিক দৃঢ়তা, উন্নত চরিত্র মাহাত্ম্য, সুউন্নত গুণাবলি, ব্যক্তিগত কর্মক্ষমতা, নিজের সিদ্ধান্তের প্রতি অবিচল আস্থা, সমস্যাদিকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে তার সামর্থ্য ইত্যাদি থেকেই জনগণের উপর সহজভাবে বিস্তার করে থাকেন এবং তার মাধ্যমে তিনি এই প্রকার কর্তৃত্ব ভোগ করে থাকেন। এককথায়, নেতার ব্যতিক্রমসুলভ চরিত্রই তাকে চূড়ান্ত প্রভাব ও প্রাধান্য এনে দেয়। হিটলার (Hitler), নেতাজি সুভাষচন্দ্র, মহাত্মা গান্ধি এই প্রকার কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন।

(৩) **আইনগত-আমলাতান্ত্রিক বা আইনগত-যুক্তিগ্রাহ্য কর্তৃত্ব ঃ** এই ধরনের কর্তৃত্ব অর্জিত হয় প্রভাবশালী ব্যক্তি যে পদ ভোগ করেন, সেই বিশেষ পদটি থেকেই। অর্থাৎ, প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি বা রাজা বা রাণীর পদের মতো প্রতিটি রাজনৈতিক পদের নিজস্ব একটি গুরুত্ব আছে, এবং তাই ওই পদে যিনি অধিষ্ঠিত থাকেন, তিনি স্বাভাবিক ভাবেই ওই পদের উপযুক্ত শ্রদ্ধা বা আনুগত্য লাভ করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ ভারতের রাষ্ট্রপতি অন্যান্য ভারতীয়দের মতোই একজন সাধারণ ভারতীয় নাগরিক, কিন্তু যেহেতু তিনি 'রাষ্ট্রপতি' পদটির অধিকারী, সেহেতু তিনি ওই পদটির প্রাপ্য অতিরিক্ত শ্রদ্ধা তথা কর্তৃত্ব পেয়ে থাকেন, যা সাধারণ নাগরিকেরা পায় না। অর্থাৎ, ভারতবর্ষের ব্যক্তি-রাষ্ট্রপতির যাবতীয় কর্তৃত্ব ওই 'রাষ্ট্রপতি' নামক সাংবিধানিক আইনগত পদটির জন্যই।

ম্যাক্স ওয়েবার কর্তৃত্বের এই তিন প্রকার আদর্শ রূপের (Ideal Type) কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি এই তিন প্রকার আদর্শ রূপের কর্তৃত্বের সমন্বয়ে 'মিশ্র কর্তৃত্ব' ('Mixed Authority') নামে আর-এক প্রকার অর্থাৎ চতুর্থ প্রকার কর্তৃত্বের কথা উল্লেখ করেছেন।

Scanned with CamScanner

✦ **মিশ্র কর্তৃত্ব** : ম্যাক্স ওয়েবার (Weber) বিশ্বাস করেন যে, এই তিন প্রকার আদর্শ রূপের কর্তৃত্বের কোনোটিই তাঁর প্রকৃত বা বিশুদ্ধরূপে অবস্থান করে না, বরং এদের মধ্যে প্রত্যেকটির মধ্যেই প্রত্যেকটির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আর এর ফলেই এদের মধ্যে সমন্বয়ের ভিত্তিতে 'মিশ্র কর্তৃত্ব' নামে আর-এক প্রকার কর্তৃত্ব গড়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হল অনেকাংশেই চরিত্রমাহাত্ম্যগত ও আইনানুগ আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব দুটির সফল সংমিশ্রণ (Judicious mixture)। আবার ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় ঐতিহ্যগত ও আইনানুগ আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের মিশ্রিত রূপের অস্তিত্বকে লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের মধ্যে চরিত্রমাহাত্ম্যগত, আইনগত-আমলাতান্ত্রিক ও ঐতিহ্যগত কর্তৃত্বের সংমিশ্রিত রূপ বিদ্যমান।

এভাবেই ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্ব, চারিত্রিক কর্তৃত্ব ও আইনগত আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়ের ভিত্তিতে 'মিশ্র কর্তৃত্ব' গড়ে ওঠে বলে ম্যাক্স ওয়েবার মনে করেন।

✦ **মন্তব্য** : সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ম্যাক্স ওয়েবার কর্তৃত্বকে ঐতিহ্যবাহী, চারিত্রিক ও আইনগত-আমলাতান্ত্রিক—এই তিন প্রকারে বিভক্ত করেছেন। আর তাঁর মতে এই তিন প্রকার কর্তৃত্বের মত মিশ্রণেই 'মিশ্র কর্তৃত্বটি গড়ে ওঠে।'

Scanned with CamScanner